দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

ছাত্র রাজনীতিতে দলীয় লেজুড়বৃত্তি

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে আসন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত ১৫ আগস্ট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে চরম উত্তেজনার প্রেক্ষিতে কলেজ একাডেমীক কাউন্সিলের জরুরী মিটিং-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্র সংসদ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয় এবং সেই সাথে বিরাজমান উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কলেজ ৬ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ইতোমধ্যে মাত্র ১১ দিনের ব্যবধানে চট্টগ্রাম ও বরিশাল মেডিকেল কলেজসহ দেশের ৩টি মেডিকেল কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। ছাত্র রাজনীতির নামে অসুস্থ মানসিকতা, পেশী অস্ত্রের ব্যবহার এবং দলীয় লেজুড়বৃত্তির কারণে মেডিকেল কলেজের মত বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও আজ কলুষিত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া সম্প্রতি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ বৃটিশ স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ অবস্থায় যদি কলেজ ক্যাম্পাসে কেবলই উত্তেজনা বিরাজ করে এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অনির্ধারিত ছুটি ভোগ করতে হয় তাহলে কোনক্রমেই সদ্য লাভকৃত বৃটিশ স্বীকৃতিকে ধরে রাখা সম্ভব হবে না।

উন্নত গণতান্ত্রিক বিশ্বে ছাত্র রাজনীতিকে কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করা হয় না। সেখানে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা নির্বাচিত ছাত্র সংসদ বা Student Union থাকে এবং এই Student Union কেবলমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের একাডেমীক সমস্যা সমাধানের জন্যই সচেষ্ট থাকে। এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যেকোন ধরনের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনও হতে পারে। অথবা ভাংচুর বা অস্ত্রবাজী করা তো দূরের কথা— আমাদের এই বাংলাদেশে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শুধুমাত্র দলীয় রাজনীতিতেই নয় বরং রাজনৈতিক দলবদ্ধার কারণে অস্ত্রবাজিতেও জড়িয়ে পড়েছে। এটা জাতির জন্য কত বড় দুর্ভাগ্য— তা বর্ণনাতীত। তবে উন্নত বিশ্বের দিকে তাকিয়ে এতটুকু বুঝতে পারি এবং বলতে চাই যে, ছাত্র রাজনীতিতে সকল ধরনের দলীয় লেজুড়বৃত্তি পরিহার করা একান্তভাবে জরুরী। রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি যতদিন না আমাদের ছাত্র সমাজ ত্যাগ করবে— ততদিন এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় সুস্থতা ফিরে আসবে না।

—মোঃ জাহিদ হোসেন (লোটাস),
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ,
ময়মনসিংহ।